দৈনিক ইনকিলাব

২২/১১/২০০১

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বর্তমান ভিসিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য চলছে ষড়যন্ত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে

অলিউল্লাহ্ নোমান ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়ার দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত হচ্ছে। বিগত সরকারের সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া এবং উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অমল কান্তি সেন এই তিনজন ছিলেন পরস্পরের বন্ধু।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনাকাটায় অনিয়ম এমনকি প্রশ্নপত্র তৈরীতে অনিয়ম এবং বিগত ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা যাচাইয়ে পর্যন্ত নজিরবিহীন অনিয়ম করা হয়। তিন বন্ধু শীর্ষপদে থেকে অনিয়ম-দুর্নীতি করছেন এমন অভিযোগ এনে সপ্তম জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও তৎকালীন বিরোধী দলের সদস্যগণ অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভিসি দুর্গাদাসকে তার আগের জায়গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলী করা হয়। বর্তমান চারদলীয় জোটের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়াকেও তার পদ থেকে বদলী করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করছে। খুব শীঘ্রই তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্তমান ভিসি আবদুল মুমিন চৌধুরীকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। সূত্র জানায়, দুর্গাদাস ও বিনয় রতন বড়ুয়া তাদের অনিয়ম, দুর্নীতি ধামাচাপা

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দিতে অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহার করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করতে এবং বর্তমান ভিসিকে সরিয়ে দিয়ে তাদের পছন্দের লোককে ভিসি নিয়োগ করতে বিভিন্ন মহলে তদবির এবং ধরণা দিচ্ছে।

অপরদিকে সাবেক ভিসি দুর্গাদাসের নিয়োগেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। একাধিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিকে কিভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিসি নিয়োগ করা হয়েছিল তা নিয়েও তদন্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এসএসসি পরীক্ষায় ২য় বিভাগ, আইকম পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ, বিকম পরীক্ষায় ১৯৬২ সালে অটোপ্রমোশন এবং মাস্টার্স (অর্থনীতি) পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজের একজন শিক্ষককে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে হয়। কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগ থাকলে শিক্ষক হওয়ার অযোগ্য। অথচ একাধিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তৎকালীন সরকার কিভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ করেছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্র জানায়, সাবেক ভিসি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়ম-নীতি লংঘন করে নিজেরাই অনার্স পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরী ও মুদ্রণ করেছিলেন। এ জন্য তারা মোটা অংকের টাকাও সম্মানী হিসেবে নিয়েছেন। অথচ প্রশ্ন ছাপার কথা হচ্ছে বিজি প্রেসে। তারা নিজেরা প্রশ্নপত্র তৈরী করায় গত অনার্স পরীক্ষার ইতিহাসের প্রশ্ন পরীক্ষার আগে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তাতে এই পরীক্ষা স্থগিতও করতে হয়েছিল। এ ছাড়া গত ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা যাচাই করেছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে শুরু করে পিয়ন এবং ড্রাইভার। এ জন্য তারা ৫ লক্ষাধিক টাকা লুটপাট করেছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে।